



## Aid Effectiveness

Aid effectiveness is the degree of success or failure of international aid (development aid or humanitarian aid). Concern with aid effectiveness might be at a high level of generality (whether aid on average fulfills the main functions that aid is supposed to have), or it might be more detailed (considering relative degrees of success between different types of aid in differing circumstances). Many prescriptions have been made about how to improve aid effectiveness. In 2003–2011 there existed a global movement in the name of aid effectiveness, around four high-level forums on aid effectiveness. These elaborated a set of good practices concerning aid administration coordination and relations between donors and recipient countries.

### উন্নয়ন সহায়তার কার্যকারিতা

আন্তর্জাতিক তহবিল/ সহায়তার (উন্নয়ন তহবিল কিংবা মানবিক সহায়তা কার্যক্রম তহবিল) সফলতা ও ব্যর্থতার মাত্রাকেই তহবিলের কার্যকারিতা বুঝায়। উন্নয়ন সহায়তার কার্যকারিতা পরিমাপ করা যায়, সহায়তাটি কতটুকু প্রধান লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে পেরেছে তার ভিত্তিতে। তহবিলের কার্যকারিতা কীভাবে আরো কার্যকর ও স্বচ্ছ করা যায়, সে সম্পর্কে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তহবিলের কার্যকারিতা নিয়ে ২০০৩-২০১১ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিলো, এবং উক্ত সময়ে তহবিল কার্যকারিতা বিষয়ক চারটি উচ্চ-পর্যায়ের ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ফোরামগুলোতে তহবিল বা সহায়তা কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একাধিত উত্তম চর্চা বা অনুশীলনের বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলঅ হয় দাতা দেশ বা সংস্থা এবং উন্নয়ন সহায়তা গ্রহণকারী দেশগুলোর সাথে তহবিল সম্পর্কিত প্রশাসনিক সমন্বয় এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে।



## Charter for Change

The Charter for Change is an initiative that aims to transform the way the humanitarian system operates to enable local and national actors to play an increased and more prominent role in humanitarian response. Alongside advocacy to governments that are humanitarian donors, those signed up to the charter have committed that by 2020, they will pass on at least 25% of their own humanitarian funding directly to local and national NGOs. The Charter for Change (C4C) is an initiative, launched at the World Humanitarian Summit (WHS) in May 2016, signed by 29 international non-governmental organizations (INGOs) which commit them to change the way they work with and relate to national actors. C4C has been endorsed by over 130 national non-governmental organizations (NNGOs).

### চাটার ফর চেঞ্জ

চাটার ফর চেঞ্জ এমন একটি উদ্যোগ যার লক্ষ্য হলো মানবিকসহায়তা ব্যবস্থার এমন এক পরিবর্তন সাধন করা যেখানে মানবিক কার্যক্রমে সাড়াদানে স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। এছাড়া, এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক এনজিও সমূহকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ধরনে পরিবর্তন আনয়নে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে স্থানীয় মানবিক সংস্থাসমূহ যে কোন মানবিক সংকটে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। এরই ফলশ্রুতিতে, চাটার ফর চেঞ্জের ৮টি দফায় স্থানীয় সংস্থাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বিভিন্ন খাতের অভ্যন্তরে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা এবং মানবিক কর্মকাণ্ডে সাড়াদানে স্থানীয় সংস্থাসমূহের প্রতি আরো মনোযোগ ও গুরুত্বারোপ করার জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দাতা সরকারগুলোর সাথে, যারা সাধারণত মানবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে এবং যারা চাটার ফর চেঞ্জে স্বাক্ষর করেছে তাদের সাথে প্রতিনিয়নত অধিপরামর্শ করা হচ্ছে যাতে করে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে তারা তাদের নিজস্ব মানবিক তহবিল থেকে অন্তত

২৫% তহবিল সরাসরি স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলোকে প্রদান করে। চার্টার ফর চেঞ্জ এমন এক উদ্যোগ যা ২০১৬ সালে মে মাসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিটে যাত্রা শুরু করে এবং সে সময়ে ২৯টি আন্তর্জাতিক এনজিও স্বাক্ষর করে, যেখানে তারা প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ধরনে পরিবর্তন আনবে এবং তাদের কার্যক্রমের সাথে জাতীয় সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এরই ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে, বিশ্বের ১৩০টিরও অধিক জাতীয় এনজিও চার্টার ফর চেঞ্জ স্বাক্ষর করেছে।

## Democratic Ownership:

Embracing a view of the state, other actors-society relationships founded on the participation of all actors in policy-making, development planning, implementation, and review. Civic voices should be able to express themselves and citizens should have access to resources and information and also be active in implementation, monitoring, and evaluation.

গণতান্ত্রিক মালিকানা:

রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নাগরিক সমাজ, সুশীল সমাজের একটি সম্পর্ক, যাতে নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনাতে সুশীল সমাজসহ নাগরিকবৃন্দের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। নাগরিক সমাজ নিজেদের কথাগুলো বলার সুযোগ পাবেন, রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানের তথ্যে নাগরিক সমাজের প্রবেশাধিকার থাকবে

## Grand Bargain

The Grand Bargain, launched during the World Humanitarian Summit (WHS) in Istanbul in May 2016, is a unique agreement between some of the largest donors and humanitarian organizations who have committed to get more means into the hands of people in need and to improve the effectiveness and efficiency of the humanitarian action. The structure and membership of the Grand Bargain: Initially thought of as a deal between the five biggest donors and the six largest UN Agencies, the Grand Bargain now includes 63 (25 Member States, 11 UN Agencies, 5 inter-governmental organizations, and Red Cross/Red Crescent Movements and 22 NGOs) which represent around 84% of all donor humanitarian contributions donated in 2019 and 69% of the aid received by agencies.

## গ্রান্ড বার্গেইন

গ্রান্ড বার্গেইন হলো এমন একটি অনন্য চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিমালা যা ২০১৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট চলাকালীন সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অবমুক্ত করা হয়। গ্রান্ড বার্গেইন হলো কিছু বৃহৎ দাতা সংস্থা ও মানবিক সংস্থা/ সংগঠনগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত এমন একটি চুক্তি যেখানে উভয় পক্ষ যাদের অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন তাদের প্রতি সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিতে এবং মানবিক কার্যক্রম আরো বেশি কার্যকর ও সময়োপযোগী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদিও প্রাথমিকভাবে ৫টি বৃহৎ দাতা সংস্থা এবং জাতিসংঘের ৬টি বৃহৎ অঙ্গসংস্থার মাঝে এই চুক্তি সীমাবদ্ধ ছিলো, পরবর্তীতে গ্রান্ড বার্গেইনে মোট স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা হয় ৬৩। যার মধ্যে আছে ২৫টি সদস্য রাষ্ট্র, জাতিসংঘের ১১টি অঙ্গসংস্থা, ৫টি আন্ত-সরকারীয় সংস্থা, রেড ক্রস/ রেড ক্রিসেন্ট, এবং ২২টি এনজিও। স্বাক্ষরকারী এই ৬৩ সদস্য ২০১৯ সালে মানবিক সহায়তার সামগ্রিক তহবিলের ৮৪% প্রদান করেছে এবং ৬৯% সহায়তা গ্রহণ করেছে।

## Inter-Agency Standing Committee (IASC):

It is a unique inter-agency forum for coordination, policy development and decision-making involving the key UN and non-UN humanitarian partners. The IASC was established in June 1992

IASC: Inter-Agency Standing Committee: মানবিক সহায়তা জোরদার করার জন্য ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের বাইরে বিভিন্ন মানবিক সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তঃ-সংস্থা ফোরাম। এর উদ্দেশ্যে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম উন্নত করা।

**Localization of Aid :** Localization is humanitarian response management with local CSO/NGOs and local government with local accountability and sustainability thereby.

স্থানীয়করণ: স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সিএসও/ এনজিও-এর নেতৃত্বে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে টেকসই মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নই স্থানীয়করণ

## Localization Roadmap and Localization task Force

Centre for Peace and Justice (CPJ) of BRAC University was commissioned by UNDP, Bangladesh to formulate a 'Localisation Roadmap' for the humanitarian response in Cox's

Bazaar. The 'localization roadmap' is to incorporate global localization principles and adapt them to the particular context of Cox's Bazar. Localisation Taskforce (LTF) formed under the leadership of IFRC and UNDP and comprised and comprised of donors and agencies like UNHCR, SCI, Oxfam, ECHO (EU), and UKAid (FCDO). Three independent consultant Shireen Huq and Abdul Latif Khan and Ms. Shahana.

### লোকালাইজেশন রোডম্যাপ এবং লোকালাইজেশন টাস্কফোর্স

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বাংলাদেশ ব্রাচ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস এন্ড জাস্টিসকে। কক্সবাজারে মানবিক কার্যক্রমে কার্যকর সাড়া দানের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরির দায়িত্ব দেয়। সিপিজে বৈশ্বিক স্থানীয়করণের নীতিমালাগুলো অনুসরণ করে এবং কক্সবাজারের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে লোকালাইজেশন রোডম্যাপ প্রস্তুত করে। এর আলোকেই ইউএনডিপি এবং আইএফআরসি নেতৃত্বাধীন স্থানীয়করণ টাস্ক-ফোর্স(খড়পধষরুধঃরডহ ঞধঃশ ঋড়ৎপব) গঠন করে। ইউএনডিপি, আইএফআরসিস নেতৃত্বে এলটিএফ গঠিত হয়েছিল এবং ইউএনএইচসিআর, এসসিআই, অক্সফাম, ইসিও (ইইউ) এবং ইউকেএইড (এফসিডিও) এর মতো সংস্থার সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়েছিল। তিনজন স্বতন্ত্র পরামর্শদাতা শিরীন হক এবং আবদুল লতিফ খান ও মিসেস শাহানা সম্পৃক্ত ছিলেন।

### Principle of Partnership

The Global Humanitarian Platform (GHP) adopted the Principles of Partnership (PoP) in 2007. The GHP was originally set up in 2006 by leaders of 40 humanitarian organizations including NGOs, UN agencies, the International Organization for Migration (IOM), the World Bank, and the Red Cross and Red Crescent Movement. The Principles of Partnership (Equality, Transparency, Results-Oriented Approach, Responsibility, and Complementarity) were an attempt to acknowledge some gaps within the humanitarian reform process, which included neglecting the role of local and national humanitarian response capacity. The PoP is not only applicable to UN agencies and intergovernmental organizations, the

Red Cross/Red Crescent Movement, and international NGOs (INGOs). The PoP provides a framework for all actors in the humanitarian space – including Governments, academia, the private sector, and affected populations – to engage in a more equal, constructive, and transparent setting. With an ever-increasing number and diversity of actors in the humanitarian sector, the PoP remains a key point of reference for partnership inception, development, implementation, and review.

### অংশীদারিত্ব নীতিমালা

মানবিক কর্মকান্ড বিষয়ক বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম ২০০৭ সালে “অংশীদারিত্ব নীতিমালা” গ্রহণ করেছিলো। ২০০৬ সালে বিশ্বের ৪০টি মানবিক সংস্থার নেতাদের উপস্থিতিতে গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান প্ল্যাটফর্ম মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার মধ্যে জাতীয় এনজিও, জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহ, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (ওওগ), বিশ্ব ব্যাংক, রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মতো বিভিন্ন মানবিক সংস্থার সংস্থার নেতৃত্ব উর্পস্থিত ছিলো। অংশীদারিত্ব নীতিমালা (সমতা, স্বচ্ছতা, ফলাফল নির্ভর এপ্রোচ, দায়িত্ব, ও পরিপূরকতা) হলো এমন এক প্রচেষ্টা যেখানে মানবিক কার্যক্রমের সংশোধন/ সংস্কারের কিছু সীমাবদ্ধতা বা বিভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই নীতিমালায় বিশেষ করে স্থানীয় সংস্থাসমূহের অবদানকে প্রতিনিয়ত অবহেলা হচ্ছে এবং মানবিক কর্মকান্ডে সাড়াদানে জাতীয় সক্ষমতার বিষয়টিও স্বীকার করা হয়েছে। অংশীদারিত্ব নীতিমালাগুলো শুধুমাত্র জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহ, আন্তঃসরকারীয় সংস্থাসমূহ, রেড ক্রস / রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং অংশীদারিত্ব নীতিমালা মানবিক কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সকল সংস্থা যেমন সরকারি, একাডেমিয়া, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্যও প্রযোজ্য এবং তাদের জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে যাতে করে তারা সমতা, সৃষ্টিশীল ও স্বচ্ছতা আনয়নে আরো বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

### Strategic Executive Group (SEG):

SEG is the decision-making forum of international humanitarian organization leads, UN Resident Coordinator with the IOM Chief of Mission and UNHCR Representative are the Co-chairs.

স্ট্র্যাটেজিক একজিকিউটেভি গ্রুপ (এসইজি):  
আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থার নেতৃত্বের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ফোরাম, জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি, আইওএম চিফ অফ মিশন, ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশ প্রধান এর তিনজন কো-চেয়ার।

## Why Localization of aid is needed?

There are some strong reasons to demand localization. It is now worldwide recognized that Localization can make the aid effective. Localization is also needed for the following reasons:

**To reduce the transactional cost:** INGOs and UN agencies' operational cost is very much higher compared to the local NGOs. We believe that aid coming to Bangladesh is meant for the disadvantaged people and thus as much as money must be used for them. Transactional cooperation costs must be minimized, to do that localization is a must.

**To Ensure transparency and accountability:** localization is a must. If localization happens, all actors involved in the development activities or humanitarian responses will be bound to ensure open information about their activities. All related actors including the affected people and the local community will be able to get information about what they are doing and how. Now, it is not that much available.

**To enhance the capacity of local NGOs/CSOs and to promote sustainable local NGOs/CSOs:** Local NGO means who has been evolved locally, which leadership is from the local community. These are the Local NGOs who started the response first and fast. As these are local NGOs they have a fair commitment to the local communities, sustainability of these local NGOs can ensure to have a strong response mechanism for the communities and any future emergency needs. Therefore, localization is a must to ensure sustainable local NGOs, in other words, to ensure sustainable and fast humanitarian responses to any emergency.

**To ensure effective coordination among the Local NGOs and Government Service Providers.** To ensure sustainable development, to ensure development effectiveness, local NGOs must have the capacity of participating strongly in the local development process and they must have the capacities and opportunities to be involved positively with the government service providers.

**Develop the Third sector:** Localization is very much needed to develop 'Third Sector Organizations (TSO)' to ensure inclusive sustainable development. We know that 'Third sector organizations' is a term used to describe the range of organizations that are neither public sector nor private sector. It includes voluntary and community organizations. TSOs are usually 'value-driven, they are motivated by the desire to achieve social goals (for example, improving public welfare, the environment, or economic well-being) rather than the desire to distribute profit. TSOs can understand the needs of service users and communities that the public sector needs to address and also they can speak out for people and their needs to the public sector and wider society. To develop such TSOs, we need to ensure the localization of aid.



## কেন তহবিলের স্থানীয়করণ প্রয়োজন ?

স্থানীয়করণের পক্ষে কিছু শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, স্থানীয়করণই পারে তহবিলের বা সহায়তার কার্যকারিতা বজায় রাখতে। “স্থানীয়করণ” নিচের কারণগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ:

পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে: আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো এবং জাতিসংঘের এজেন্সিগুলোর পরিচালন খরচ স্থানীয় এনজিওসমূহদের পরিচালন খরচের তুলনায় অনেক বেশি। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের সহায়তা আসে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য, সুতরাং সেই সহায়তা তহবিলের টাকা যতবেশি সম্ভব তাদের জন্য ব্যয় করা উচিত। সুতরাং পরিচালন খরচ অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে, এবং কার্যকরভাবে পরিচালন ব্যয় কমিয়ে আনতে স্থানীয়করণের কোন বিকল্প নেই।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাত হবে: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়করণের কোন বিকল্প নেই। যদি কার্যকর স্থানীয়করণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত অথবা মানবিক সাড়া দান প্রদানে জড়িত সকল সংস্থাসমূহ বাধ্য হবে তাদের কার্যক্রমের তথ্য উন্মুক্ত করতে। এর ফলশ্রুতিতে, এর সাথে সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগণ খুব সহজেই তথ্য জানতে পারবে কে কিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যদিও, বর্তমানে তথ্য উন্মুক্তকরণের বিষয়টি সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

স্থানীয় এনজিও/সিএসও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং টেকসই স্থানীয় এনজিও/ সিএসও এর প্রসার সংবর্ধিত হবে: স্থানীয় এনজিও বলতে বুঝায় এমন সংস্থাকে যার জন্মই তৃণমূল থেকে এবং যার নেতৃত্বও স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে নির্বাচিত হয়। স্থানীয় এনজিওগুলোই যে কোন ধরনের মানবিক সংকটে সর্বপ্রথম ও দ্রুত সময়ে কার্যকর সাড়া দান করে থাকে। এছাড়া স্থানীয় এনজিওগুলোর মধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। একমাত্র টেকসই স্থানীয় এনজিওগুলো শক্তিশালী সাড়া দান ম্যাকনিজম তৈরি করতে সক্ষম হবে যা সেই জনগোষ্ঠীর সার্বিক স্বার্থে এবং ভবিষ্যতের যে কোন ধরনের জরুরি প্রয়োজনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে। সুতরাং, টেকসই স্থানীয় এনজিও প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয়করণের কোন বিকল্প নেই। অন্যভাবে বলতে বলা যায়, যে কোন জরুরি প্রয়োজনে টেকসই ও কার্যকর মানবিক সাড়া দানে স্থানীয়করণের গুরুত্ব অপরিসীম।

স্থানীয় এনজিও এবং সরকারি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে : টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য, উন্নয়নের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় এনজিওদের অবশ্যই স্থানীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সক্ষমতা থাকতে হবে। পাশাপাশি, সরকারে সেবা সরবরাহকারীদের সাথে ইতিবাচক অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ত থাকার দক্ষতা ও সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এই সকল বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা সম্ভব হবে, যদি স্থানীয়করণ কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

তৃতীয় খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে: অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং টেকসই তৃতীয় সেক্টর সংস্থা (এফরৎফ ঝবপঃডং গুংমধহরুধঃরডংহ) হিসেবে বিকশিত হতে চাইলে স্থানীয়করণ অতীব প্রয়োজন। আমরা জানি, তৃতীয় সেক্টর/খাত সংস্থা বলতে এমন একটি খাতকে বুঝায় যা সরকারি ও বাজার ব্যবস্থা (প্রাইভেট সেক্টর) এই দুইটি খাত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তৃতীয় খাত সাধারণত সেচ্ছাসেবী ও কমিউনিটি সংগঠনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ সকল সংস্থাগুলো সাধারণত মুনাফার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না করে, তাদের মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে সামাজিক লক্ষ্য (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনকল্যাণ, পরিবেশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন) অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ থাকে। এছাড়া তৃতীয় সেক্টর সংস্থাগুলোই পরিষেবা ব্যবহারকারী ও কমিউনিটির চাহিদা বুঝতে পারে যার ফলে তারা তা সরকারি খাতে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এর পাশাপাশি, তারাই সরকারের কাছে এবং বৃহৎ সমাজের কাছে জনগণের পক্ষে কথা বলতে পারে এবং জনগণের চাহিদাগুলো তুলে ধরতে পারে। সর্বোপরি বলা যায়, কার্যকর তৃতীয় সেক্টর/ খাত সংস্থা তৈরি করতে হলে আমাদের তহবিলের স্থানীয়করণ নিশ্চিত করতে হবে।